Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দুরুদের ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিহা আয়মান

রোলঃ 216020895

২৮ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দুরুদের ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারিহা আয়মান

রোলঃ 216020895

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “দুরুদের ফজিলত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারিহা আয়মান, আইডিঃ 216020895 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ দুরুদের ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ফারিহা আয়মান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ মে, ২০২৪ ইং

ফারিহা আয়মান

আইডিঃ 216020895

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচীপত্র

ভূমিকাঃ 5

দুরুদ ও সালামঃ গুরুত্ব, ফজিলত, আমল-দুরুদের কিছু মাছূর শব্দ বাক্য 8

দুরূদ শরীফের স্বরূপ, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য...10

সালাত ও সালামের ফযীলত, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু হাদীস.........................12

‘সালাত ও সালাম’ তথা দুরূদ শরীফের ফযীলত ও গুরুত্ব 13

দুরূদ শরীফের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য:...22

দুরূদ ও সালাম : ফায়েদা ও ফযীলত 22

সর্বশ্রেষ্ঠ দুরুদ: দুরুদে ইবরাহিম 28

সলাতে দুরুদে ইবরাহিম পড়ার নিয়মঃ 29

বিনা অযুতে দুরুদ পড়া যাবে কি না? 30

উপসংহার :...46

ভূমিকাঃ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ

(আমরা প্রশংসা করি আল্লাহ তায়ালার এবং দুরূদ প্রেরণ করি তাঁর মহান রাসূলের উপর)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে)

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলকে (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন এবং দুরূদ ও সালাম সেই নবীর (সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি, তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের প্রতি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে হাজারো শোকর আদায় করছি, যার অশেষ দয়া ও করুণার ফলশ্রুতি স্বরূপ দুরুদ শরীফ নিয়ে থিসিস পেপারে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি,আলহামদুলিল্লাহ।সরাসরি মহান আল্লাহ পাকের রহমত লাভের এবং রসুলে পাক সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়া লাভের উপায় হলো রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আন্তরিকতার সাথে দুরূদ শরীফ পাঠ করা। ঈমান এবং আমলের দিক থেকে আমাদের অবস্থা যতই কমজোর দূর্বল হোক না কেন, অন্তরের অন্তস্থল থেকে রসূলুল্লাহ স্াল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আন্তরিক মহব্বত রেখে তাঁর প্রতি দুরূদ পাঠ করলে এবং ফরয ও সুন্নত আমলগুলো পালনের আন্তরিক চেষ্টা চালালে আল্লাহর অশেষ রহমতে ইনশাআল্লাহ সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সঠিক পথের অনুসারী হয়ে যেতে পারবো আমরা। কারণ একবার দুরূদ শরীফ পাঠের ফলে দশবার আমাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। এই দুরূদ হুজুর পাক সল্লাল্লহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাথে সাথে পৌছানোর জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন এবং তিনি দরূদ প্রেরণকারীর জন্য রহমতের প্রার্থনা করেন। ফলে আন্তরিকভাবে দুরূদ প্রেরণকারী হুজুর পাক সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট পরিচিতি শক্তি হয়ে উঠেন। দুরূদ শরীফ ঈমানদারগণের জন্য অনেক বড় নেয়ামত। দুরূদ শরীফের ফযিলত সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাব-এর ৫৬ নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক ঈমানদারগণকে সম্বোধন করে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর রহমত নাযিল করিবার জন্য প্রার্থনা করিও এবং সালাম দিও।"

মহান আল্লাহ পাকের উক্ত নির্দেশ থেকে দুরূদ শরীফ পাঠের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর রহমত নাযিল করার জন্য আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করার নামই হলো দুরূদ পাঠ। তাই যুগ যুগ ধরে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ দুরূদ শরীফ পাঠ করাকে সর্বোত্তম আমল সমূহের মধ্যে পরিগনিত করেছেন।

পৃথিবীর এই ক্ষনস্থায়ী জীবনের কর্মফলের উপর পরজগতের অনন্তকালের জীবনে আমরা সুখে থাকব না দুঃখে থাকব তা নির্ভর করছে। পৃথিবীর জীবনটা আপনার কাছে কেমন এর জবাবে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "আমার ধন-সম্পদ ও দুনিয়া বা আমার ও দুনিয়ার উদাহরণ হলো কোন মুসাফির গরমের দিনে চলতে চলতে কোন বৃক্ষের ছায়াতলে দিনের কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলো, তারপর তা ছেড়ে গেল।" (তিরমিজি)

পথিকের বৃক্ষের ছায়াতলে অবস্থানের সময়টিই হলো আমাদের পৃথিবীর জীবন। পথিক বিশ্রামস্থলে আরাম আয়েশের চিন্তা করে না। বেশী সময় থাকারও চিন্তা করে না। কারণ সে নিশ্চিত জানে যে একটু পরেই তাকে আসল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে

হবে। আসল গন্তব্যে পৌছার জন্য শক্তি সঞ্চয় করাই তার বিশ্রামের উদ্দেশ্য।তেমনি আমাদের পৃথিবীর জীবনটাও খুই ক্ষনস্থায়ী পরজগতের অনন্তকালের জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করাই আমাদের পৃথিবীতে অবস্থানের উদ্দেশ্য।

যুগের পর যুগ ধরে লেখা হয়েছে হাজারো পৃষ্ঠা, কত শত ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে তাঁর স্মৃতি রোমন্থনে। হৃদয় থেকে হৃদয় ছুঁয়ে গেছে তাঁর ভালোবাসা।
হাজার বছর পরও লেখকদের কলমের কালি আজও ফুরিয়ে যায়নি, মিটে যায়নি নবীপ্রেমিকের হৃদয়ের তৃষ্ণা, অশ্রুসজল হৃদয়ের আবেগে এতটুকুও ভাটা পড়েনি।

যিনি এই মহাজগতের স্রষ্টার সবচে প্রিয় বান্দা, সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ তিনি আমাদের নবীজী, সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আমার রাসূল আমার সম্মান, আমার ভালোবাসা, আমার হৃদয়ের সবটুকু আবেগ!

আমার হৃদয়ের নবিজীর জন্য প্রতিটা মুহূর্তে দুনিয়ার কোন না কোন প্রান্ত থেকে কেউ না কেউ দুরুদ আর সালাম পেশ করে।

শুধু কি তাই?

আসমান থেকে ফেরেশতারা তো বটেই, স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া'তায়ালাও আমার নবিজীর প্রতি সালাম আর দরুদ পেশ করেন। সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ♡
আল্লহ'র ﷺ রাজ্যে দরূদের বৃষ্টি হোক !

চৈত্রের খরা রোদে খাঁ খাঁ করা মাঠের ন্যায়-
শুকনো ক্বলব গুলোয়- বৃষ্টি হোক আজ বৃষ্টি হোক !

নিষ্প্রাণ নির্জীব ওরা সবুজ সবুজ প্রাণ হয়ে জেগে উঠুক; জেগে উঠুক !

আল্লহ'র ﷺ রাজ্যে আজ দুরুদের বৃষ্টি হোক !

اللهم صل وسلم على نبينا محمد

দুরুদ ও সালামঃ গুরুত্ব, ফজিলত, আমল-দুরুদের কিছু মাছূর শব্দ বাক্য

আল্লাহ তাআলা আপন কালামে পাকে তাঁর সর্বাধিক প্রিয় বান্দা ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু মহান গুণাবলি এভাবে বর্ণনা করেছেন-

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল আগমন করেছেন। যাঁর কাছে তোমাদের কষ্ট অসহনীয়, যিনি তোমাদের (কল্যাণের) জন্য ব্যাকুল। এবং তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত দয়াপরবশ ও পরম মেহেরবান। -সূরা তাওবা (৯) : ১২৮

যে দয়ালু রাসূল-এর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আপন মহামর্যাদাবান কালামে উক্ত সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তিনি যে (গোটা উম্মতের প্রতি সাধারণভাবে এবং) মুমিনদের প্রতি বিশেষভাবে কতটা দয়াপরবশ- তা তো বলাই বাহুল্য। যাঁকে স্বয়ং ‘রাহমান-রাহীম’ প্রভু অভিষিক্ত করেছেন رَحِيْمٌ তথা পরম দয়ালু বলে, তাঁর দয়া-মায়ার কি কোনো সীমা-পরিসীমা আছে? অক্ষম শব্দ-বাক্যে কি তাঁর মায়া-মমতার পূর্ণ বর্ণনা দেয়া সম্ভব?! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ব্যস্ সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, মহান আল্লাহ তাআলার পরে আমাদের প্রতি যাঁর ইহসান ও অনুগ্রহ এবং মায়া ও মমতা সবচেয়ে বেশি, তিনি হলেন আমাদের পরম প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! বিষয়টা যতটা না বর্ণনা করার, তার চেয়ে বেশি অনুভব করার বিষয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের দান করুন সেই অনুভব-অনুভূতিপূর্ণ মুমিনের দিল।

আমরা এ দুনিয়ায় যা কিছু প্রকৃত খায়ের ও কল্যাণ লাভ করেছি, তা প্রিয় নবীজীর মাধ্যমেই পেয়েছি। আর পরকালীন জীবনেও যদি কোনো কল্যাণ ও সফলতা অর্জিত হয়, নিশ্চয় তা তাঁর বরকতেই লাভ হবে। অতএব সংক্ষেপে শুধু বলি- 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'!

حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ-'তিনি তোমাদের (কল্যাণের) জন্য অতি ব্যাকুল'। আহ! গোটা উম্মতের জন্য এবং উম্মত যেন সকল কল্যাণ লাভ করে নেয় আর যাবতীয় অকল্যাণ থেকে মুক্তি পেয়ে যায়- এর জন্য ব্যাকুলতাই ছিল প্রিয় নবীজীর অন্যতম প্রধান পরিচয় ও নিদর্শন। শুধু মনের ব্যাকুলতাই নয়। এর জন্য তিনি নিজের সর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে গেছেন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত! অতঃপর উম্মতের জন্য এই ব্যাকুলতা নিয়েই এবং মানবজাতির জন্য প্রকৃত কল্যাণ ও মহামুক্তির 'মিরাস' বণ্টন করতে করতেই এই দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন- 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'!

যখন আমাদের প্রতি নবীজীর ইহসান ও অনুগ্রহ (মহান আল্লাহর পরে) সর্বাপেক্ষা বেশি, সুতরাং আমাদের উপর তাঁর হকও সর্বাধিক। আল্লাহ তাআলা নবীজীর হকসমূহ আদায় করার তাওফীক আমাদের দান করুন। তাঁর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনা, পরিপূর্ণ ভক্তি-ভালবাসা পোষণ করা, তাঁর সুন্নাহ ও উত্তম আদর্শের পূর্ণ অনুসরণ করা, তাঁর জীবনী ও সীরাতের সঠিক চর্চা করা, তাঁর সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার-প্রসারে সাধ্যানুযায়ী অংশগ্রহণ করা- এসব তাঁর বড় বড় হক। এ ছাড়াও আমাদের উপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ একটি হক হল- তাঁর প্রতি অধিক পরিমাণে সালাত ও সালাম প্রেরণ করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা।

দুরূদ শরীফের স্বরূপ, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

এ বিষয়ে সংক্ষেপে চমৎকার আলোচনা করেছেন বিখ্যাত মনীষী, প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ও আলিমে রব্বানী হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নুমানী রাহ.। হযরতের ভাষায়-

'সালাত ও সালাম' তথা দুরূদ শরীফ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার দরবারে এক মহিমান্বিত ও বরকতময় দুআ-প্রার্থনা, যার দ্বারা আল্লাহর বান্দা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি স্বীয় মহব্বত-ভালবাসার নযরানা পেশ করে এবং পেশ করে নবীজীর প্রতি স্বীয় বিশ্বস্ততা ও ওয়াফাদারির প্রমাণ। আর এর আদেশ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে এবং আদেশও করেছেন বড় শান্দার ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

আয়াতে মুমিনদের আদেশ করা হয়েছে নবীজীর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করতে। এটিই আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু এর সর্বোচ্চ গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আল্লাহ তাআলা কথাটি এভাবে বলেছেন- স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফিরিশতাগণ নবীর প্রতি 'সালাত' প্রেরণ করে থাকেন। অতএব ওহে মুমিনরা! তোমরাও এই মোবারক ও মহিমান্বিত আমলে শরীক হও এবং নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ কর এবং প্রেরণ কর অধিক পরিমাণে সালাম!

আর কোনো ক্ষেত্রেই এমন বলা হয়নি যে, আল্লাহ নিজে অমুক আমলটি করেন, অতএব তোমরাও তা কর। একমাত্র সালাত ও সালামের আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে এই অসাধারণ ভঙ্গিমা অবলম্বন করা হয়েছে। (যদিও আল্লাহর সালাত প্রেরণ, ফিরিশতাগণের সালাত প্রেরণ আর আমাদের সালাত প্রেরণ- এসবের প্রত্যেকটির রয়েছে স্বতন্ত্র অর্থ-মর্ম-স্বরূপ এবং ভিন্ন বৈশিষ্ট্য। তাফসীরের কিতাবাদিতে আয়াতটির তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

যাহোক, কুরআনুল কারীমের এই আয়াত থেকেই স্পষ্ট, নবীজীর প্রতি সালাত-সালাম প্রেরণ করা ও দুরূদ শরীফ পাঠ করা মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ ও পছন্দনীয় আমল!

প্রত্যেক ইবাদত এবং যিকির ও দুআর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং আছে বিশেষ ফায়দা ও উপকারিতা, খায়ের ও বরকত। দুরূদ শরীফের বৈশিষ্ট্য এবং এর বিশেষ উপকারিতা এই যে, দিলের গভীর থেকে অধিক পরিমাণে দুরূদ পড়ার দ্বারা একইসাথে লাভ হয় আল্লাহ তাআলার খাস রহমত, বিশেষ করুণা-দৃষ্টি ও মেহেরবানী এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহানী নৈকট্য, গভীর সম্পর্ক ও তাঁর অত্যধিক মায়া-মমতা! দুরূদ শরীফ পাঠ করে অধম বান্দা হয়ে যায় মহামহিম আল্লাহ তাআলা ও তাঁর মহামর্যাদাবান আখেরি নবী- উভয়ের মাহবুব ও প্রিয়! দুনিয়া-আখেরাতে বান্দার এর চেয়ে বেশি আর কী চাই?!

পূর্বে বলা হয়েছে, সালাত ও সালাম হচ্ছে এক মহিমান্বিত দুআ। বিভিন্ন হাদীস থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এ ব্যাপারে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সদা-সর্বদা অবহিত করা হতে থাকে অর্থাৎ একদল ফিরিশতার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, অমুক অমুক ব্যক্তি তাঁর জন্য এত এত দুরূদ শরীফ পাঠ করেছে!

এখন একটু ভাবুন, আপনি যদি কারো ব্যাপারে জানতে পারে, সে আপনার জন্য এবং আপনার পরিবারবর্গের জন্য খুব দুআ করে। সে নিজের জন্য আল্লাহর কাছে যতটা দুআ করে, তার চেয়ে অধিক দুআ করে আপনার কল্যাণের জন্য এবং এটাই তার পছন্দনীয় আমল! আপনি যদি কারো ব্যাপারে এমনটি জানতে পারেন, তাহলে তার প্রতি আপনি কতটাই না আনন্দিত ও খুশি হবেন! তার প্রতি আপনার দিলে কেমন মহব্বতই না পয়দা হবে! তাকে আপনি কতটাই না ভালবেসে ফেলবেন! অতঃপর কখনো যদি তার সাথে আপনার সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটে, তবে তার সাথে আপনার আচরণ কেমন হৃদ্যতাপূর্ণ হবে! আপনি তার প্রতি কত কত ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করবেন। এখান থেকেই বুঝে নিন, যে ব্যক্তি নবীজীর জন্য বেশি বেশি দুআ করে

অর্থাৎ তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে এবং দরূদ শরীফ পাঠ করে- সে তাঁর কেমন মহব্বত লাভ করবে এবং কিয়ামত ও আখেরাতে নবীজীর কতটা মায়া-মমতা, দয়া-করুণা ও নৈকট্য লাভে সে ধন্য হবে! আল্লাহ মেহেরবান আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন! (মাআরিফুল হাদীস, খ. ৫, পৃ. ৩৫৩-৩৫৭ [উর্দূ] থেকে গৃহীত)

সালাত ও সালামের ফযীলত, গুরুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু হাদীস

হাদীসের কিতাবসমূহে এ সম্পর্কে রয়েছে হাদীসের এক বিশাল ভাণ্ডার। স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহু বহু হাদীস শরীফে দরূদের ফযীলত, মাহাত্ম্য ইত্যাদি বর্ণনা করেছেন। যাতে আমরা এই বরকতময় আমলের দ্বারা নিজেদের নেকী ও সৌভাগ্যের পাল্লা ভারী করতে পারি। যুগে-যুগে আলেম ও মুহাদ্দিসগণ এসব হাদীস সংকলন করেছেন। কেউ কেউ তো স্বীয় হাদীস-সংকলনের একটি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সন্নিবেশিত করেছেন। অনেক ইমাম ও মুহাদ্দিস এর জন্য ছোট বা বড় কলেবরের স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। সেই দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী (হিজরী) থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুগে এই ধারা অব্যাহত থেকেছে এবং এখন পর্যন্ত জারি আছে দরূদ শরীফ সংক্রান্ত হাদীস-আছার সংকলনের মোবারক ধারা।

উপরের আলোচনা থেকে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে যে, হাদীসের ভাণ্ডারে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কত বিপুল পরিমাণ হাদীস রয়েছে। বস্তুত এখানে ওইসকল হাদীসের ক্ষুদ্র অংশও বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমরা এখানে শুধু তিনটি বিষয়ে কয়েকটি হাদীস (বা হাদীসের সারাৎসার) উল্লেখ করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ-

১. দুরূদ শরীফের ফযীলত, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য।

২. দুরূদ পড়ার বিশেষ কিছু ক্ষেত্র।

৩. দুরূদ শরীফের কিছু মাছূর শব্দ-বাক্য।

‘সালাত ও সালাম’ তথা দুরূদ শরীফের ফযীলত ও গুরুত্ব

১. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বার ‘সালাত’ প্রেরণ করবে (দুরূদ পড়বে), আল্লাহ তার উপর দশ বার ‘সালাত’ প্রেরণ করবেন (বিশেষ রহমত বর্ষণ করবেন)। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪০৮; জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৮৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯০৬

২. আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

যে আমার প্রতি একবার ‘সালাত’ প্রেরণ করে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। এছাড়াও তার দশটি গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় এবং তার মর্তবা দশবার উন্নীত করা হয়। -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১২৯৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯০৪; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস ৮৭৯৫

সুবহানাল্লাহ! বান্দা একবার দুরূদ পড়লে আল্লাহ কেবল দশটি ‘রহমত’ই অবতীর্ণ করেন না; বরং এরইসাথে গোনাহও মাফ করা হয় এবং মর্তবাও উন্নীত করা হয়! এর পরও কি কেউ দরূদ শরীফ বেশি বেশি না পড়ে থাকতে পারে?

৩. আবু বুরদাহ বিন নিয়ার রা.-এর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো অধিক সুসংবাদ দান করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি দিলের ইখলাসের সাথে আমার প্রতি একটি সালাত প্রেরণ করবে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করবেন। তার মর্তবা দশবার উন্নীত করবেন। তার জন্য দশটি নেকি লিখে দেবেন এবং তার দশটি গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন! -সুনানে কুবরা, নাসায়ী, হাদীস ৯৮১০; মুজামে কাবীর

তবারানী, হাদীস ৫১৩; দাআওয়াতে কাবীর, বাইহাকী, হাদীস ১৭৬; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৭২৪৫ (সহীহ)

আল্লাহু আকবার! মাত্র একবার দুরূদ শরীফ পাঠ করলে এত এত পুরস্কার! এত খায়ের ও বরকত! তাহলে কেউ দশবার দুরূদ পাঠ করলে আরো কত বেশি লাভ করবে! আর যদি কোনো বান্দা খুব বেশি নয়, ১০০ বার দরূদ পাঠ করে, তাহলে আল্লাহ মেহেরবান তাকে কী পরিমাণ দান করবেন? তার প্রতি বর্ষণ করা হবে এক হাজার 'সালাত' (বিশেষ রহমত)! মাফ করে দেওয়া হবে এক হাজার গোনাহ! তার আমলনামায় লেখা হবে এক হাজার নেকি! আর তার মর্তবা উন্নীত করা হবে এক হাজার বার!

দেখুন, কেউ শুধু পড়ল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

অথবা পড়ল-

صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلَّمَ.

তাহলেই দুরূদ পড়া হয়ে গেল। এখন কেউ যদি এমন সংক্ষিপ্ত দরূদ ১০০ বার পড়ে (যাতে সর্বোচ্চ ১৫-২০ মিনিট সময় ব্যয় হবে), তাহলে সে উপরোক্ত সওয়াব, আজর ও মহা পুরস্কার লাভ করে ফেলবে! এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? আল্লাহ আমাদের তাওফীক দানে ধন্য করুন- আমীন!

তবে এই হাদীস থেকে এ কথাও জানা যায়, দুরূদ শরীফের উক্ত ফযীলত পেতে চাইলে তা পড়তে হবে দিলের ইখলাসের সাথে।

৪. আবু তালহা আনসারী রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। তখন তাঁর চেহারা মুবারক খুশি ও আনন্দে উজ্জ্বল ছিল। (এর কারণ বর্ণনা করতঃ) তিনি (নবীজী) ইরশাদ করলেন-

আমার কাছে জিবরাঈল এসেছেন এবং (আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে) বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার খুশি ও সন্তুষ্টির জন্য এ কি যথেষ্ট নয় যে, আপনার উম্মতের যে কেউ আপনার প্রতি সালাত প্রেরণ করবে, আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। আর আপনার উম্মতের যে কেউ আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, আল্লাহ তার উপর দশবার শান্তি বর্ষণ করবেন! -সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১২৯৫; সুনানে দারেমী, হাদীস ২৭৭৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯১৫

আল্লাহর দরবারে প্রিয় নবীজীর কী মহামর্যাদা! আল্লাহর কাছে তাঁর খুশি ও সন্তুষ্টির কত মূল্য! তাই তো আল্লাহ তাআলা নবীজীর মর্যাদা প্রকাশের এবং তাঁর সন্তুষ্টির বহু আয়োজন করেছেন। সেসবেরই একটি এই যে, তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণের জন্য রেখেছেন মহাপুরস্কার। এবং আপন মর্যাদাবান ফিরিশতা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সেই পুরস্কারের কথা নবীজীকে জানিয়েও দিয়েছেন।

বর্তমান হাদীস দ্বারা এও জানা গেল, সালাত ও সালাম এই দুটির প্রত্যেকটির জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র পুরস্কার। অর্থাৎ সালাত প্রেরণ করলে দশটি রহমত আর সালাম প্রেরণে দশ সালাম লাভ করবে! এজন্যই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, উত্তম হল সালাত ও সালাম উভয়টি পাঠ করা। যেমন, শুধু صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ না বলে এমন বলা-

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সকল মানুষের মধ্যে আমার অধিক নৈকট্য লাভ করবে ওই ব্যক্তি, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি সালাত প্রেরণ করবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৪৮৪; মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস ৩২৪৪৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯১১

কিয়ামতের মতো কঠিনতম দিনে নবীজীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও তাঁর নৈকট্য লাভ-এর চেয়ে বড় নিআমত ও সৌভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না নিঃসন্দেহে। এটি লাভ করার সহজ ও বড় মাধ্যম হল ইখলাসের সাথে অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

ওইদিন যে ব্যক্তি নবীজীর অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হবে, তাকে কি তিনি শাফাআত দ্বারা ধন্য করবেন না? সে কি আখেরী নবীর মহান শাফাআত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হবে না? অবশ্যই ইনশাআল্লাহ। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সামনের হাদীসটিতে এই সুসংবাদই প্রদান করা হয়েছে!

৬. রুওয়াইফে ইবনে ছাবিত আনসারী রা. বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করবে এবং সাথে এই দুআও পড়বে-

اَللّٰهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামতের দিন আপনার নিকটবর্তী মাকামে অধিষ্ঠিত করুন)- তার জন্য আমার শাফাআত অবধারিত হয়ে যাবে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৯১; মুজামে কাবীর, তবারানী, হাদীস ৪৪৮০; আততারগীব ওয়াততারহীব, হাদীস ২৬০৪; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ১৭২৫৯ (সালিহ লিলআমাল)

এমনিভাবে আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই দরূদ পড়বে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَآلِ إِبْرَاهِيْمَ.

আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করব এবং তার জন্য শাফাআত করব। -আলআদাবুল মুফরাদ, বুখারী, হাদীস ৬৪১; আলকাউলুল বাদী, সাখাবী, পৃ. ১১২ (সহীহ)

আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজীর এই ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে- 'যে ব্যক্তি সকালে আমার প্রতি দশবার 'সালাত' প্রেরণ করবে এবং সন্ধ্যায়ও দশবার, কিয়ামতের দিন তার ভাগ্যে আমার শাফাআত জুটবেই! -আস্সালাতুন নববিয়্যাহ, ইবনু আবি আসিম, হাদীস ৬১; আলকাউলুল বাদী, পৃ. ২৬১ (সালিহ লিলআমাল)

এছাড়া আরো একাধিক হাদীসে দুরূদ শরীফ পড়ার বিনিময়ে কিয়ামতে নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত লাভের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

দুনিয়া-আখেরাতের সবচেয়ে কঠিন ও ভয়াবহ দিনে নবীজীর শাফাআত লাভের কথা জানার পরও কেউ কি অধিক পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়ায় উৎসাহিত না হয়ে পারে? এ ব্যাপারে তার মধ্যে অবহেলা থাকতে পারে? কিছুতেই না ইনশাআল্লাহ!

৭. উবাই বিন কা'ব রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অত্যধিক পরিমাণে আপনার প্রতি সালাত প্রেরণ করে থাকি। তো, আমি আমার দুআর কতটুকু সময় আপনার (প্রতি দুরূদের) জন্য নির্ধারণ করব? (অর্থাৎ আমি নিজের জন্য দুআতে যে সময় ব্যয় করি, তার কতটুকু দুরূদ শরীফের জন্য নির্দিষ্ট করে নেব?)

নবীজী কোনো সময় বেঁধে না দিয়ে বললেন, তুমিই যতটুকু চাও, তার জন্য নির্ধারণ করে নাও!

উবাই রা. বলেন, আমি বললাম, দুআর এক চতুর্থাংশ সময় নির্দিষ্ট করি?

নবীজী ইরশাদ করলেন, যেমন তুমি চাও! তবে যদি (দুরূদের জন্য) আরো বেশি সময় ব্যয় কর, তবে তোমারই জন্য উত্তম হবে।

আমি বললাম, তাহলে দুআর অর্ধেক সময় (তার জন্য) নির্ধারণ করি?

নবীজী বললেন, যেমন তুমি চাও। তবে আরো অধিক নির্ধারণ করলে তোমারই জন্য ভালো হবে।

আমি বললাম, তবে দুআর দুই তৃতীয়াংশই নির্দিষ্ট করে নিই?

নবীজী বললেন, যেমন তুমি চাও। আর যদি আরো অধিক সময় তার জন্য ব্যয় কর, তবে তোমারই অধিকতর কল্যাণ হবে!

আমি আরজ করলাম, তাহলে তো আমি আমার দুআর পুরো সময় আপনার প্রতি সালাত প্রেরণের জন্য নির্ধারিত করে নিচ্ছি! তখন নবীজী বললেন, এমন করতে পারলে গায়েব থেকে তোমার সকল চিন্তা-পেরেশানী দূর করে দেওয়া হবে। অধিকন্তু তোমার গোনাহগুলোও ক্ষমা করে দেওয়া হবে! -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৪৫৭; মুসনাদে আবদ বিন হুমাইদ, হাদীস ১৭০; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ৩৬২০ (সহীহ)

প্রায় একই ধরনের হাদীস আরো সাহাবায়ে কেরাম থেকেও বর্ণিত আছে। যেমন আবু হুরাইরা রা., হাব্বান বিন মুনকিয্ রা., আইয়ূব বিন বাশীর রা. প্রমুখ। (দ্র. আলকাউলুল বাদী, পৃ. ২৫৬-২৫৮)

আল্লাহর যে বান্দা দুআর পুরোটা সময় জুড়ে নিজের জন্য ও নিজের পরিবারবর্গের জন্য দুআ না করে শুধু প্রিয় নবীজীর জন্য দুআ করে অর্থাৎ দুরূদ শরীফ পাঠ করে- সে নবীজীকে কতটা যে ভালবাসে, তার হৃদয়ে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কত যে মহব্বত, তা তো বলাই বাহুল্য! অতএব আল্লাহর মাহবুবে আযম, তাঁর মহামর্যাদাবান নবীর প্রতি এমন মহব্বত-ভালবাসা এবং অত্যধিক পরিমাণে দুরূদ

পাঠের বদৌলতেই ওই ব্যক্তির চিন্তা-পেরেশানী দূর করে দেওয়া হবে এবং গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সুতরাং কী বরকতময় আমল! আর কত উত্তম প্রতিদান!

৮. আবু হুরাইরা রা. রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন-

তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবরসদৃশ (অর্থাৎ যিকির ও ইবাদতশূন্য) করো না। আর আমার কবরকে উৎসব ও মেলার স্থান বানিয়ো না। তবে হ্যাঁ! তোমরা (যেখানেই থাক) আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করো। কেননা তোমাদের সালাত আমার নিকট পৌঁছানো হয়! -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২০৪২ (সহীহ)

যখন আল্লাহর কোনো বান্দার 'সালাত ও সালাম' নবীজীর দরবারে পৌঁছানো হয় এবং তাঁর কাছে পেশ করা হয়, তখন তিনি তার প্রতি কত খুশীই না হন! সে প্রিয় নবীর কতই না সন্তুষ্টি অর্জন করে নেয়! তো দুরূদ শরীফ পড়ার কারণে একদিকে আল্লাহর খাস রহমত ও মেহেরবানী, অপরদিকে আল্লাহর হাবীবের খুশি ও সন্তুষ্টি- উভয়টি হাসিল হয়। আহ! এর চেয়ে আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে যে, পেয়ারা নবীজী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন শত শত বছর পূর্বে, কিন্তু সদা-সর্বদা তাঁকে খুশি করার ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের বরকতময় ওসীলা (সালাত ও সালাম) আমাদের জন্য অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। অতএব আছে কি কেউ এ থেকে উপকৃত হওয়ার; অধিক থেকে অধিক পরিমাণে?!

একটি হাদীসে এ কথাও এসেছে যে, ফিরিশতাদের এক দল আছেন, যাঁদের কর্তব্যই হল উম্মতের সালাত ও সালাম নবীজীর দরবারে পৌঁছানো। তাঁরা এই যমীনের বুকে ঘুরে বেড়ান এবং যে যেখানে দুরূদ শরীফ পড়ে, তার দুরূদ নবীজীর খেদমতে পৌঁছে দেন। (দ্র. সুনানে নাসায়ী, হাদীস ১২৮২) (সহীহ)

আল্লাহ তাআলার কাছে দুরূদ শরীফের কী মর্যাদা ও গুরুত্ব! এজন্যই তো উম্মতের এই আমল নবীজীর দরবারে পৌঁছানোর এমন ইহতেমাম ও মহা ব্যবস্থাপনা করা হয়।

৯. আলী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

(প্রকৃত ও বড়) বখিল হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যার সামনে আমার আলোচনা হল, তা সত্ত্বেও সে আমার প্রতি সালাত প্রেরণ করল না। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৪৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৯০৯

পূর্বে দরূদ শরীফের যে অস্বাভাবিক ফযীলত-মর্যাদা ও গুরুত্ব-মাহাত্ম্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকেই স্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে অবহেলার শিকার হওয়া বড় মাহরূমী এবং নিজেকে বহু কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা। বিশেষত এর চেয়ে বড় অবহেলা আর হতে পারে না যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আলোচনা শুনেও তাঁর প্রতি দুরূদ পড়ল না। অথচ তিনি উম্মতের জন্য যা যা করেছেন এবং উম্মত তাঁর বদৌলতে যা-কিছু লাভ করেছে, সেসবের বিনিময়ে তাঁর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দিলেও তাঁর হক আদায় হবে না। এজন্যই উক্ত ব্যক্তিকে বড় বখিল আখ্যায়িত করা হয়েছে।

শুধু এতটুকুই নয়। এমন ব্যক্তির জন্য কঠিন ওয়ীদ (সতর্কবাণী) বর্ণিত হয়েছে।নিচের হাদীসটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়লে দেখা যায়-

১০. কাআব বিন উযযা রা. ও অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত-

একবার রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করলেন। তিনি যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে উঠলেন তখন বললেন ‘আমীন’। দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠেও ‘আমীন’ বললেন এবং তৃতীয় সিঁড়িতে উঠেও বললেন, ‘আমীন’! আমরা কারণ জিজ্ঞাসা করলে নবীজী উত্তরে ইরশাদ করলেন-

মিম্বরে আরোহণের সময় আমার কাছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এলেন (এবং তিনটি বদদুআ করলেন, আর আমি তাঁর প্রত্যেক বদদুআর উপর ‘আমীন’ বললাম) :

আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলাম, তিনি বললেন- ওই ব্যক্তি কল্যাণপ্রাপ্ত না হোক, যে রমযান মাস পেল। তারপরও তার গোনাহ ক্ষমা করা হল না। আমি বললাম, 'আমীন'!

যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলাম, তিনি বললেন- ওই ব্যক্তি কল্যাণপ্রাপ্ত না হোক, যার নিকট আপনার নাম উল্লেখ করা হল। তা সত্ত্বেও সে আপনার প্রতি দুরূদ পড়ল না। আমি বললাম, 'আমীন'!

তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলে তিনি বললেন- ওই ব্যক্তিরও কল্যাণ না হোক, যে পিতা-মাতার উভয়কে বা তাদের একজনকে বার্ধক্যে উপনীত পেল। কিন্তু তারা তার জন্য জান্নাতে প্রবেশের কারণ হল না (অর্থাৎ সে তাদের খেদমত করে জান্নাত কামাই করতে পারল না)। আমি বললাম, 'আমীন'! -মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ৭২৫৬; আলআদাবুল মুফরাদ, বুখারী, হাদীস ৬৪৪; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪০৯; আলকাওলুল বাদী, পৃ. ২৯২)

আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি, সালাত ও সালামের (দুরূদ শরীফের) ফযীলত, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে যে বিপুল পরিমাণ হাদীস রয়েছে, তার কিয়দংশও এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। উপরে যে অল্প কয়টি হাদীস উল্লেখিত হল, তার সারকথা এই যে, দুরূদ শরীফের বরকতে-

- বান্দার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও শান্তি বর্ষিত হয়।
- আমলনামায় নেকী লেখা হয়।
- মর্যাদা বুলন্দ করা হয়।
- গোনাহ মাফ করা হয়।
- কিয়ামতের কঠিন দিনে নবীজীর নৈকট্য লাভ হবে।
- তাঁর শাফাআত লাভ হবে।
- চিন্তা-পেরেশানী দূর করে দেওয়া হয়।

অতএব দুরূদ শরীফের ব্যাপারে অবহেলার শিকার হওয়ার অর্থ- নিজেকে বিপুল আজর ও সওয়াব থেকে মাহরূম করা ছাড়া আর কিছু নয়। বিশেষত প্রিয় নবীজীর নাম শুনেও তাঁর প্রতি দুরূদ না পড়া বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। এ এমনই মন্দকর্ম, যার উপর হযরত জিবরাঈল আ. বদ দুআ পর্যন্ত করেছেন (আল্লাহর কাছে সেই মন্দ ভাগ্য থেকে পানাহ চাই)!

দুরূদ শরীফের কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য:

শ্রদ্ধেয় উস্তায হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দা. বা. একটি প্রবন্ধে অত্যন্ত গভীরভাবে দুরূদ শরীফের মাহাত্ম্যের কথা তুলে ধরেছেন। হযরাতুল উস্তাযের দুটি কথা উল্লেখ করা মুনাসিব মনে হচ্ছে।

হযরাতুল উস্তায দা. বা. লিখেছেন-

আল্লাহ ও নবীর নাম একত্রে উচ্চারণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল সালাত ও সালাম (দুরূদ শরীফ)। প্রত্যেক সালাত ও সালামে আল্লাহর নবীর জন্য দু’আ করা হচ্ছে। এ কারণে সালাত ও সালাম যেমন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক আদায়ের একটি সেরা আমল,তেমনি সেটি দু'আ ও প্রার্থনার সর্বোত্তম পদ্ধতি হিসাবে অনেক বড় ইবাদত।

দুরূদ ও সালাম : ফায়েদা ও ফযীলত

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার আখেরী রাসূল। তিনি গোটা মানবজাতির জন্য আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ দূত। তাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য ছাড়া আল্লাহতে বিশ্বাস ও আল্লাহর আনুগত্যের দাবি অর্থহীন। কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এ বিষয়টি ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র পথ খাতামুন্নাবিয়ীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ। তাই তাঁর জন্য হৃদয়ের গভীরে মহববত ও ভালবাসা পোষণ করা এবং তাঁর জন্য আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দুআ করা প্রত্যেক উম্মতির ঈমানী কর্তব্য।

কুরআন মজীদে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দরূদ পাঠের তথা আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্য দুআ করার আদেশ করেছেন। এটা একদিকে যেমন আল্লাহর কাছে তাঁর রাসূলের মর্যাদার প্রমাণ অন্যদিকে মুমিন বান্দার রহমত ও বরকত লাভের অন্যতম উপায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, (তরজমা) নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর উপর রহমত নাযিল করেন এবং ফেরেশতারা তাঁর জন্য রহমতের দুআ করেন। সুতরাং হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ পড় এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও। (সূরা আহযাব : ৫৬)

এখানে কিছু ফযীলত উল্লেখ করা হল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সহজ ও মূল্যবান আমলটি বেশি বেশি করার তাওফীক দিন।

১. রহমত, মাগফিরাত ও দরজা বুলন্দির আমল

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন-

من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً

যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে, বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন।-সহীহ মুসলিম ১/১৬৬; জামে তিরমিযী ১/১০১

অন্য হাদীসে আছে, হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات.

যে আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করা হবে এবং দশটি দরজা বুলন্দ হবে।-সুনানে নাসায়ী ১/১৪৫; মুসনাদে আহমদ ৩/১০২; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২/৪৩

অন্য বর্ণনায়, আবু বুরদা রা. থেকে বর্ণিত আছে, তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হবে।-আলমুজামুল কাবীর, তবারানী ২২/৫১৩

আবু হুরায়রা রা. থেকেও দরূদের এই ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।-মুসনাদে আহমদ ২/২৬২, হাদীস : ৭৫৬১

২. ফেরেশতারা মাগফিরাতের দুআ করেন

হযরত আমের ইবনে রবীআহ রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবার মধ্যে বলতে শুনেছি-

من صلى علي صلاة، لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. (قال السخاوي في القول البديع، ص : 25 : حسّن شيخنا هذا الحديث. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث حسن. اه)

আমার উপর দরূদ পাঠকারী যতক্ষণ দরূদ পড়ে ফেরেশতারা তার জন্য দুআ করতে থাকে। সুতরাং বান্দার ইচ্ছা, সে দরূদ বেশি পড়বে না কম।-মুসনাদে আহমদ ৩/৪৪৫; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/৪০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ৯০৭

৩. দরূদ পাঠকারীর জন্য শাফাআত অবধারিত

রুওয়াইফি ইবনে ছাবিত আলআনসারী রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এ দরূদ পাঠ করবে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত হয়ে যাবে।

اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. (قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، وأسانيدهم حسنة. اه)

-আলমুজামুল কাবীর, তবারানী ৫/৪৪৮১; মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২৫৪

৪. কিয়ামতের দিন নবীজীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে

আবদুললাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة

কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরূদ পড়েছে।

(رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب)

-জামে তিরমিযী ১/১১০

৫. দোজাহানের সকল মকসূদ হাসিল হবে

হযরত উবাই ইবনে কা’ব রা. বলেন, একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিকরুল্লাহর খুব তাকিদ করলেন। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করে থাকি। আমি আমার দুআর কতভাগ আপনার জন্য নির্ধারণ করব? তিনি বললেন, তোমার যে পরিমাণ ইচ্ছা।

আমি বললাম, চারভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা। তবে বেশি করলে আরো ভালো।

আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা। তবে বেশি করলে আরো ভালো।

আমি বললাম, তাহলে তিন ভাগের দুই ভাগ? তিনি বললেন, তোমার যতটুকু ইচ্ছা হয়। তবে বেশি করলে আরো ভালো।

আমি বললাম, তাহলে কি আমার দুআর পুরোটাই হবে আপনার প্রতি দরূদ? তিনি বললেন, তবে তো তোমার মকসূদ হাসিল হবে, তোমার গুনাহ মাফ করা হবে।

(رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن. اه وقال الهيثمي : رواه الطبراني، وإسناده حسن.)

-জামে তিরমিযী ২/৭২; মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/২৪৮; মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ৬/৪৫

৬. যে চায় তাকে কোঁচর ভরে দেওয়া হোক

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে চায় আমাদের উপর অর্থাৎ আহলে বাইতের উপর দরূদ পাঠের সময় তাকে পাত্র ভরে দেওয়া হোক, সে যেন এভাবে দরূদ পড়ে-

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. (ومن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل ...)

-সুনানে আবু দাউদ ১/১৪১

৭. গরীব পাবে সদাকার সওয়াব

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মুসলমানের দান করার সামর্থ্য নেই সে যেন দুআয় বলে-

اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات.

এটা তার জন্য যাকাত (সদাকা) হিসেবে গণ্য হবে।

(أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه ... فإنها زكاة. رواه ابن حبان في صحيحه، وقال السخاوي في القول البديع : ص 269، إسناده حسن. اه)

-সহীহ ইবনে হিববান ৩/১৮৫

৮. উম্মতের সালাম নবীজীর নিকট পৌঁছানো হয়

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলার যমীনে বিচরণকারী কিছু ফেরেশতা আছেন, তাঁরা আমার নিকট উম্মতের পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাম পৌঁছিয়ে থাকেন।

أن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام.

-মুসনাদে আহমদ ১/৪৪১; ইবনে আবী শাইবা ৬/৪৪; সুনানে নাসায়ী ১/১৪৩

৯. দুরূদ বিহীন দুআ আসমান-যমীনের মাঝে ঝুলন্ত থাকে

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, যে পর্যন্ত তুমি তোমার নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর দরূদ না পড়বে ততক্ষণ দুআ আসমানে যাবে না, আসমান-যমীনের মাঝে থেমে থাকবে।

إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم.

জামে তিরমিযী ১/১১০

সর্বশ্রেষ্ঠ দুরুদ: দুরুদে ইবরাহিম

রাসুল (সা.)-এর প্রতি দুরুদ পাঠ অনেক বেশি ফজিলতের। দুরুদ পাঠ রহমত ও বরকত লাভের অন্যতম উপায়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারিমে মহানবী (সা.)-এর প্রতি দুরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ নবীর উপর রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করেন। সুতরাং হে মুমিনগণ! তোমরাও তার প্রতি দরুদ পড়ো এবং অধিক পরিমাণে সালাম পাঠাও। (সুরা আহজাব, আয়াত : ৫৬)

মহানবী (সা.)-এর প্রতি হৃদয়ের গভীরে মহব্বত ও ভালোবাসা পোষণ করা এবং তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করা— প্রত্যেক উম্মতের ঈমানি কর্তব্য।

সলাতের মধ্যে দুরুদে ইবরাহিম পাঠ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। দুরুদে ইব্রাহিম বেশ ফজিলতপূর্ণ। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে এই দুরুদ পড়া হয়। সালাত ছাড়াও অন্যান্য যেকোনো সময় এই দুরুদ শরিফ পাঠে রয়েছে মুস্তাহাব সওয়াব।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدُ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ও তার বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হজরত ইব্রাহিম ও তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি হযরত মুহাম্মদ ও তার বংশধরের উপর বরকত বর্ষণ কর, যেমন তুমি হযরত ইবরাহিম ও তার বংশধরের উপর বরকত বর্ষণ করেছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত গৌরবান্বিত। (সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ১২৯১

সলাতে দুরুদে ইবরাহিম পড়ার নিয়মঃ

শরিয়তের বিধান মতে নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরুদ শরিফ পড়তে হয়। শেষ বৈঠকে দরুদ শরিফ ও দোয়ায়ে মাছুরা পড়া সুন্নাত। কেউ যদি কোনো কারণে সুন্নত ছেড়ে দেয়— তাহলেও তার নামাজ হয়ে যাবে। সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না। তবে সওয়াব কিছুটা কমে যায়।

তবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত জেনে-বুঝে সুন্নত ছেড়ে দেয় বা সুন্নাত দেওয়াকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে ফেলে— তাহলে সে গুনাহগার হবে। (রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ০১, পৃষ্ঠা : ৪৮৩; রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ০১, পৃষ্ঠা : ৪৪২; রাদ্দুল মুহতার, খণ্ড : ০১, পৃষ্ঠা : ৪২৫)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدا ٌ

(সুনানে নাসায়ি, হাদিস : ১২৯১)

অর্থ : হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ কর, যেভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর শান্তি বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান কর, যেভাবে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বরকত দান করেছিলে। নিশ্চয়ই তুমি অতি প্রশংসিত মহিমান্বিত।

বিনা অযুতে দুরুদ পড়া যাবে কি না?

যদি কেউ মনে করেন যে বিনা অযুতে দুরুদ পড়া যাবে না, তবে তিনি ভুল করছেন। এমন ধারণা ঠিক নয়।

দুরুদ পাঠ করার জন্য অযু থাকা আবশ্যক নয়। অযু নেই এই অযুহাতে দরুদ পাঠ থেকে বিরত থাকাও উচিত নয়; বরং অযু থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় দুরুদ পাঠ করা উচিত। যদিও পবিত্র অবস্থায় দুরুদ পাঠ করলে তাতে বেশি বরকত ও মর্যাদা লাভ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

দুনিয়াবি হাজত,দুশ্চিন্তা, পেরেশানি থেকে মুক্ত থাকার জন্য নিচের আমলটি অনুসরণীয়:

আমি একজন ব্যক্তিকে চিনি যে জু'মআর দিন নবীজি (صلى الله عليه وسلم) এর উপর ১০০০ বার দুরুদ (صلى الله عليه وسلم) পাঠ করে এবং বহু বছর ধরে সে এমন করছে যা কখনও বাদ দেয়নি...

একদা আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এত দুরুদ পাঠ করে কি ফায়েদা পেয়েছ ?

তার জবাব – **“**আল্লাহর কসম! আমি নবী (صلى الله عليه وسلم) এর উপর দুরুদ পাঠ করে আল্লাহর কাছে হাজত পূরণের জন্য প্রার্থনা করি, দিনের সূর্য অস্ত হওয়ার আগেই আল্লাহর রহমতে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হতে শুরু করে...**”**

– শায়েখ নাবুলুসী (হাফিযাহুল্লাহ)

সল্লাল্লাহু আ'লা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ ﷺ

দুরুদ শরীফ না পড়ার শাস্তি বা না পড়লে কি ক্ষতি হবে -১ম পর্ব

★১. নবী করীম সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরুদ না পড়া পর্যন্ত যে কোন দো'আ আটকে থাকে”

[আল-মুজাম আল-আওসাত (১/২২০), নাসীর উদ্দীন আলবানী ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৪৩৯৯) হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন]

হযরত উমর ফারুক (রা:) বলেন: “নিশ্চয় দো'আ জমীন ও আসমানের মধ্যখানে ঝুলন্ত থাকে এবং তা থেকে কোন বস্তু উপরের দিকে যায় না, যতক্ষণ তোমরা নিজেদের নবীয়ে আকরাম (ﷺ) এর উপর দুরূদ পাক পড়ে না নাও।”

[তিরমিযী,২য় খন্ড,২৮ পৃষ্ঠা,হাদীস- ৪৮৬]

এভাবেও বর্ণনায় এসেছে

وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه – قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبِيِّكَ – صلى الله عليه وآله وسلم -» (صحيح رواه الترمذي(

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহ:) ওমর ইবন খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,দো‘আ আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমাদের নবীর উপর দো‘আ পড়া ছাড়া কোনো দো‘আই আসমান পর্যন্ত আরোহন করে না।

[(বর্ণনায় তিরমিযি,হাদিস নং ৪৮৬, হাদিসটি সহীহ)]

হাদিস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে

عَنْ اَنَسِ رضى اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ: رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوْبٌ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم. (حسن ، رواه الطبرانى ، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى الجزء الخامس)

“আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,যতক্ষণ রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দগরূদ পড়া হবে না ততক্ষণ দো‘আ কবুল করা হয় না।[ত্বাবরানী: ২০৩৫। (হাসান)]

দো‘আ করার পূর্বে দুরূদ পড়া হলে, তাতে তার দো‘আ কবুল হয়। উমামাহ (রা:) হতে বর্ণিত,রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়া না হলে, কোনো দো‘আই কবুল করা হয় না।

হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুনাবী (রহ:) বলেন, (كلُّ دعاءٌ محجوب) কথাটির অর্থ, দো'আ কবুল করা হয় না। অর্থাৎ, যে দো'আর সাথে দুরূদ পড়া হয় না,সে দো'আ আল্লাহর নিকট পৌছানো হয় না। কারণ,দুরূদ পাঠ করা দো'আ কবুল হওয়ার মাধ্যম।

وعن علي – رضي الله عنه – قال: «كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد – صلى الله عليه وآله وسلم -». (صحيح رواه الطبراني موقوفًا.(

"আলী (রা:) হতে বর্ণিত,তিনি বলেন,সব দো'আই বিরত রাখা হয়ে থাকে,যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পড়া না হয়।

[তাবরানী মওকুফ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। হাদিসটি বিশুদ্ধ]

★২. হাদিস শরীফে আরও ইরশাদ হয়েছে

وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «البَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» . رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দুরূদ পাঠ করল না।"(তিরমিযী, হাসান সহীহ) [তিরমিযী ৩৫৪৬, আহমাদ ১৭৩৮]

অপর হাদিস শরীফেও এসেছে

عَنْ أَبِي ذر رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ . رواه أسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم ، فضل الصلاة على النبى للألبانى(

“আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,সেই ব্যক্তি বড় কৃপণ,যার কাছে আমার নাম নেওয়া হল,কিন্তু সে আমার উপর দুরূদ পড়ল না। [ঈসমাঈল আল-কাযী: ৩৭। (সহীহ)]

দুরুদ শরীফ না পড়ার শাস্তি বা না পড়লে কি ক্ষতি হবে-২য় পর্ব

★৩. রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন “যার কাছে আমার আলোচনা হল,আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ল না, তবে সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।” [মুজাম কবীর,৩য় খন্ড,১২৮ পৃ: হাদিস- ২৮৮৭]

★৪. শেরে খোদা,হযরত আলী (রা:) বলেন: “হুযুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং আওলাদে মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এঁর উপর দুরূদ পাক পাঠ করার আগ পর্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির দো'আ পর্দার (আড়ালে) থাকে।” [মুজাম আওসাত,১ম খন্ড,২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭১]

আবূ হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভিশাপ দিলেন যে, “সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দুরূদ পড়ল না।” (অর্থাৎ ‘সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’ বলল না।) (তিরমিযী হাসান) [তিরমিযী ৩৫৪৫, আহমাদ ৭৪০২]

★৬. রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন “যে লোক নিজেদের মজলিশ থেকে আল্লাহ্ তাআলার যিকির এবং হুযুর (ﷺ) এঁর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা ব্যতীত উঠে যায়,তবে সে দুর্গন্ধময় লাশ থেকে উঠল।” [শুয়াবুল ঈমান, ২য় খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদিস- ১৫৭০]

★৭. রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন “যে (ব্যক্তির) নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ল না,তবে সে জুলুম করল।”

[মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক,২য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩১২৬]

দুরুদ শরীফ না পড়ার শাস্তি বা না পড়লে কি ক্ষতি হবে-৩য় পর্ব

★৮. রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন “যে (ব্যক্তির) নিকট আঁমার আলোচনা হল, আর সে আঁমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করল না, সে নিশ্চিত দূর্ভাগা হয়ে গেল।” [আমলুল ইয়াউম ওয়াল লাইলাতি ইবনিস সুন্নতী, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮১]

★৯. ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সূত্রে বর্ণনা করেন,হুজুর (ﷺ) ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়া ভুলে গেছে মূলত সে জান্নাতের পথই ভুলে গেছে। [ইবনে মাজাহ,পৃ: নং-৬৫]

★১০. মালেক বিন হুয়াইরিস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,‘একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মিম্বরে উঠেন,প্রথম সিঁড়িতে উঠে আমীন বলেন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন,আমীন। অতঃপর তৃতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন, আমীন। অতঃপর বললেন, আঁমার নিকট জিবরীল (আঃ) এসে বললেন,

হে মুহাম্মাদ (ﷺ) ! যে ব্যক্তি রমযান মাসে উপনীত হওয়ার পরও তার জীবনের গোনাহকে ক্ষমা করাতে পারল না, আল্লাহ তাকে রহমত থেকে দূর করুন। আঁমি তা শুনে বললাম, আমীন। তারপর বলেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অথবা তাদের একজনকে পেল, অথচ (তাদের সাথে সদ্ব্যহার না করে) জাহান্নামে প্রবেশ করল, আল্লাহ তা‘আলা তাকেও তাঁর রহমত থেকে দূর করুন। আঁমি বললাম, আমীন।

অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তির সামনে আঁপনার নাম উচ্চারিত হওয়ার পর আঁপনার উপর দুরূদ পাঠ করল না, সেও আল্লাহ তা‘আলার রহমত থেকে দূর হোক। আঁমিও তাতে বললাম,আমীন’।

*দলিল**

*(ক.) সহীহ ইবনু হিববান,২য় খন্ড,পৃ: ৩০৮, হা/৪১০,৩য় খন্ড,পৃ: ৩০৪, হা/৯০৯

*(খ.) সহীহ আত-তারগীব,হা/৯৯৬

অপর হাদিস শরীফেও ইরশাদ হয়েছে

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبْوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ . (صحيح ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذى للألبانى الجزء الثالث) .

“আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক যার কাছে আমার নাম নেওয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দুরূদ পড়ল না।সে ব্যক্তি লাঞ্ছিত হোক যার কাছে রমযান মাস আসল কিন্তু সে নিজের পাপ ক্ষমা করাতে পারল না। আর সে ব্যক্তিও লাঞ্চিত হোক যে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল,কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। [তিরমিযী: হাদিস: ২৮১০ (সহীহ)]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনে যে ব্যক্তি দুরূদ পড়ে না তার জন্য জিবরীল আলাইহিস সালাম “বদ-দো‘আ” করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “আমীন” বলেছেন।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم: أُحْضُرُوْا الْمِنْبَرَ، فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ قَالَ: آمِيْنَ ، ثُمَّ ارْتَقَي الدَّرجَةَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: آمِيْنَ ، ثُمَّ ارْتَقَي الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ :آمِيْنَ ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ عَنْ الْمِنْبَرِ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صلي الله عليه وسلم لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ. قَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ عَرَضَ لِي فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، فَقُلْتُ: آمِيْنَ ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرَأَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُدَخِلاَهَ الْجَنَّةَ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ. (صحيح ، رواه الحاكم ، فضل الصلاة على النبى للألبانى(

“কা'ব ইবনু উজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,তোমরা মিম্বরের কাছে একত্রিত হও। আমরা উপস্থিত হলাম। যখন তিনি মিম্বরের প্রথম স্তরে চড়লেন তখন বললেন,হে আল্লাহ কবুল করুন। তারপর যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লেন তখনও বললেন,হে আল্লাহ কবুল করুন। তারপর তৃতীয় স্তরে চড়ে আবারও বললেন,হে আল্লাহ কবুল করুন।খুতবা শেষে যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন,তখন আমরা বললাম,হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনার থেকে এমন কিছু শুনলাম যা এর পূর্বে আর কখনও শুনিনি।তখন তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে বলল,যে ব্যক্তি রমযান পেয়েও তাকে ক্ষমা করা হল না সে বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম,হে আল্লাহ কবুল করুন।যখন দ্বিতীয় স্তরে চড়লাম তখন তিনি বললেন,যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হল কিন্তু সে আপনার উপর দুরূদ পড়ল না,সেও বঞ্চিত হোক।তখন আমি বললাম,হে আল্লাহ কবুল করুন। যখন তৃতীয় স্তরে চড়লাম,তখন তিনি বললেন, যে পিতা-মাতাকে অথবা তাদের কোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না সেও বঞ্চিত হোক।তখন আমি বললাম,হে আল্লাহ কবুল করুন। [হাকিম: হাদিস-১৯। (সহীহ)]

দরুদ শরীফ না পড়ার শাস্তি বা না পড়লে কি ক্ষতি হবে-৪র্থ পর্ব

★১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত।তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন সম্প্রদায় এমন কোন মজলিস বসলো,যাতে না আল্লাহর যিকর করলো,না আপন নবীর উপর দুরুদ শরীফ পড়লো,ওই মজলিস তাদের জন্য অনুশোচনা হবেই।মহান রব চাইলে তাদেরকে সেজন্য শাস্তি দেবেন,চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।

*দলিল****

*(ক.) তিরমিযী শরীফ,৫ম খন্ড,২৪৭ পৃ: হাদিস- ৩৩৯১

*(খ.) মিশকাত শরীফ,বাবে যিকিরিল্লাহ অধ্যায়, হাদিস নং-২১৬৫

আবার এভাবেও হাদিস শরীফে এসেছে। রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ না করা কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صلي الله عليه وسلم : مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُصلُّوا عَلَى النَّبيِّ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ دَخَلُوْا الْجَنَّةَ للثَّوَابِ . (صحيح ، رواه أحمد وابن حبان والحاكم والخطيب، سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى الجزء الأول)

“আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,যে মজলিসে লোকেরা আল্লাহর যিকির করে না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পড়ে না,সেই মজলিস কিয়ামতের দিন তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে।যদিও নেক আমলের কারণে জান্নাতে চলে যায়।

[আহমদ,ইবনু হিব্বান,হাকিম,খতীব ৭৬। (হাদিসটি সহীহ)]

মোটকথা হল: যখন কোথাও মজলিস বা অনুষ্ঠান হবে, তখন তাতে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পড়া ও আল্লাহর যিকির করা খুবই জরুরী। অন্যথায় তা আমাদের জন্য অনুতাপ ও পরিতাপের কারণ হবে।

রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন "যে সব লোক কোন মজলিশে বসল, আল্লাহ্ তাআলার যিকির এবং হুযুর (ﷺ) এঁর উপর দুরূদ শরীফ পড়ানো হয় না, ঐ সব লোক কিয়ামতের দিন যখন তাদের পরিণাম দেখবে তবে তাদের উপর চরম অনুশোচনা সৃষ্টি হবে। যদিও তারা জান্নাতে প্রবেশ করে।"

[মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল,৩য় খন্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৯৯৭২]

★১২. হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে

وَعَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «عَجِلَ هٰذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ – أَوْ لِغَيْرِهِ -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ» رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح .

ফাযালা ইবনে উবাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লোককে নামাযে প্রার্থনা করতে শুনলেন। সে কিন্তু তাতে আল্লাহর প্রশংসা করেনি এবং নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদও পড়েনি। এ দেখে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "লোকটি তাড়াহুড়ো করল।" অতঃপর তিনি তাকে ডাকলেন ও তাকে অথবা অন্য কাউকে বললেন, "যখন কেউ দো'আ করবে, তখন সে যেন তার পবিত্র প্রতিপালকের প্রশংসা বর্ণনা যোগে ও আমার প্রতি দুরূদ ও সালাম পেশ করে দো'আ আরম্ভ করে, তারপর যা ইচ্ছা (যথারীতি) প্রার্থনা করে।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

দলিল

*(ক.) আবূ দাউদ ১৪৮১

*(খ.) তিরমিযী ৩৪৭৬, ৩৪৭৭

*(গ.) নাসায়ী ১২৮৪

*(ঘ.) আহমাদ ২৩৪১৯

অপর রেওয়ায়েতে এসেছে।

“যখন তোমাদের কেউ নামায শেষ করবে তখন আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি শুরু করবে। এরপর নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরুদ পড়বে।অতঃপর যা ইচ্ছা দোআ করবে”।

বর্ণনাকারী বলেন: এরপর অপর এক লোক নামায আদায় করল। সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করল, নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দুরুদ পড়ল।তখন নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: “ওহে নামাযী! দো'আ কর, আল্লাহ তোমার দোয়া কবুল করবেন”

[সুনানে তিরমিযি ৩৪৭৭]

এছাড়া ও নাসীর উদ্দীন আলবানী ও সহিহুত তিরমিযি গ্রন্থে (২৭৬৫), (২৭৬৭) হাদিসটিকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

দো‘আ করা আগে ও পরে দুরূদ পাঠ করা দ্বারা দো‘আ কবুল হয়। আর যদি দুরূদ পাঠ করা না হয়, তাহলে দো‘আ কবুল হয় না।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلّي وَالنَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا مَعَهُ ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَي اللهِ ثُمَّ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم ثُمَّ دَعَوْتُ لِنَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صلي الله عليه وسلم : سَلْ تُعْطَهْ ، سَلْ تُعْطَهْ . (حسن ، رواه الترمذي ، صحيح سنن الترمذى للألبانى الجزء الأول)

“আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি সালাত আদায় করছিলাম। নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবুবকর রাদিয়াল্লাহু

আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে ছিলেন। যখন আমি বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করলাম। অতঃপর নিজের জন্য দো‘আ করলাম।তখন নবী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর,তোমাকে অবশ্যই দেওয়া হবে। তুমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর তোমাকে অবশ্যই দেওয়া হবে।

[তিরমিযী, হাদিস: ৪৮৬ (হাসান)]

রাসূলের প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রেরনের মাধ্যম হলো দুরুদঃ

কখনো কি ভেবে দেখেছি, রাসূলুল্লাহ(ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীদের আড্ডার আসর কিংবা মজলিস কতোটা চমকপ্রদ কথার ফুল ঝুড়িতে ভরপুর থাকতো?!

সাহাবীগন এতোটা সাবলিল ভাবে আল্লাহর রাসুল(ﷺ) এর সাথে মিশতে পারতেন যে, হাদিসে তো এসেছে, আল্লাহর রাসুল(ﷺ) এর হাতের

আংগুল ধরে কেউ টেনে নিয়ে যেতে চাইলেই তা পারতেন।

আচ্ছা, আমরাও তো বন্ধুরা আড্ডা দেই, কিন্তু আমাদের আড্ডার বিষয়ে চেলসির হার-জিত, অমুক ছবির ডায়লগ, বন্ধুদের সাথে উদ্দেশ্যহীন দুষ্টুমিই জুড়ে থাকে।

অথচ, কেমন ছিল আল্লাহর রাসুল(ﷺ)

এবং তাঁর সাথীদের (সাহাবী) সম্পর্ক??

আল্লাহর শারীয়াহ গত হুকুম ব্যতিত মানবীয় দিক থেকে ও তাঁদের মাঝে অনেক কথোপকথন সম্পাদিত হতো, যেখানে প্রত্যেকে তাঁদের পছন্দনীয়/অপছন্দনীয় বিষয় গুলো নিয়ে আলোচনা করতেন।

চলুন, আজ আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি রূপকথার এমন এক মজলিসে; যেখানে আল্লাহর রাসুল (ﷺ) এবং

তাঁর সাহাবীগন স্বর্গীয় আলোচনায় মশগুল...

একদিন আল্লাহর রাসুল(ﷺ) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে একটি মজলিসে অবস্থান করছিলেন। তিনি (ﷺ)সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন, "এই দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার খুব পছন্দেরঃ সুগন্ধী, স্বামীর

আনুগত্যকারী নারী, এবং সালাত-যা আমার চক্ষু প্রশান্ত করে"।

(একথা শুনে- সাহাবিদের মধ্য হতে)

আবু বকর (রা) বললেন, "একদম সত্য বলেছেন" এবং আমিও অন্তরে তিনটি পছন্দনীয় বিষয় লালন করিঃ

আপনার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকা, আমার সমস্ত সম্পদ আপনার জন্য উৎসর্গ করা, এবং আমার কন্যা আপনার স্ত্রী! (এটাই আমার ভালো লাগা)"

(একথা শুনে- সাহাবীদের মধ্য হতে)

উমার (রা) বললেন, "একদম সত্য বলেছেন" এবং আমিও তিনটি বিষয় খুব ভালোবাসিঃ সৎ কাজের আদেশ দেয়া, অসৎ কাজের নিষেধ করা, ও ছেড়া-জীর্ন-পুরনো জামা পরিধান করা"।

(একথা শুনে- সাহাবীদের মধ্য হতে)

উসমান (রা) বললেন, "একদম সত্য বলেছেন" এবং আমিও তিনটি বিষয় খুব ভালোবাসিঃ ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করা, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান করা, কোর'আন তিলাওয়াতে প্রশান্ত হওয়া"

(একথা শুনে- সাহাবীদের মধ্য হতে)

আলী (রা) বললেন, "একদম সত্য বলেছেন" এবং আমিও আমার পছন্দের তিনটি বিষয় ব্যক্ত করতে চাইঃ অতিথি আপ্যায়ন করা, তীব্র গরমের সময়ে দিনে সাওম পালন করা, শত্রুকে তরবারী দিয়ে আঘাত করা(জিহাদ করা)"।

সাহাবীগন যখন আলোচনা করছিলেন, ঠিক এ সময় জীব্রাঈল(আ) সাহাবীদের মজলিসে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সম্মুক্ষে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন,

"আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আল্লাহ তা'য়ালা আপনাদের কথাবার্তা শুনে আমাকে পাঠিয়েছেন, যদি আমি দুনিয়াবাসী হতাম তবে আমি যা পছন্দ করতাম তা যেনো শুনাতে আপনি আমাকে আদেশ করেন"।

আল্লাহর রাসুল (সা) বললেন, "তবে

হে জীব্রাঈল আপনি যদি দুনিয়াবাসী হতেন তবে কি পছন্দ করতেন?"

জীব্রাঈল (আ) বললেন, "যদি আমি মানুষ হতাম তবে আমি পছন্দ করতাম- গোমরাহীদের হিদায়াতের পথে আনতে, তাদের ভালোবাসতে ; যারা দারিদ্রতার মাঝেও আল্লাহর স্বরণে গাফেল হয় না, এবং প্রকৃত মিসকীনদের সাহায্য করতে (যারা লজ্জায় হাত পাতে না)"।

এরপর তিনি বললেন, "এবং আল্লাহ

সুবহানাওতা'য়ালা ও তাঁর বান্দার তিনটি গুন সবচেয়ে পছন্দ করেনঃ যদি বান্দা দ্বীনের উপর অটল থাকতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে, আল্লাহর জন্য দু'ফোটা (চোখের জল ফেলা এবং রক্ত দিয়ে শহীদ হওয়া) বিসর্জন দেয়, এবং বান্দাকে যখন দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্রতার মাঝে নিমজ্জিত রাখা হয় তখন যদি সে সবর করে"।

আহা! সাহাবীদের মজলিসে ফেরেশতারাও অংশগ্রহন করতেন। তবে তাঁদের সেই পছন্দনীয় আমল কিংবা বিষয়গুলোকে আমরাও যদি পছন্দনীয় করতে পারি, হয়তো স্বপ্নের আল-জান্নাতুল ফেরদাউসের মজলিসে আল্লাহ আমাদের কবুল করবেন, ইন শা আল্লাহ।

সুত্রঃ সহীহ বুখারীর বিখ্যাত ব্যাখ্যাকার হাফিজ ইবনে হাজার ইবন আসক্বালানী (রহ) রচিত - 'আল ইসতি'দাদ লিয়াওমিল মা'আদ' তথা-'পরকালের সম্বল' বইয়ের ৩য় অনুচ্ছেদ হতে নেয়া। এছাড়াও হাদিসটি তিরমিজী সহ আরো অনেক মুল্যবান হাদিস গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

কিয়ামাতের ময়দানে সবচে' ব্যাস্ত মানুষ হবেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জিব্রিল আলাইহিসসালাম উনাকে তুলবেন কবর থেকে। কী ব্যাপার জিব্রিল! আমার উম্মাত কী উঠেছে? ওইদিকে আবার মূসা কালিমুল্লাহ আলাইহিসসালাম আরশের খুটি ধরে আছেন আর বলছেন ইয়া নাফসি! ইয়া নাফসি! সেদিন ইমামুল আম্বিয়ার মুখে থাকবে উম্মাতি! উম্মাতি! আর, সেদিন তাঁর পায়ে থাকবে দৌড় আর মুখে থাকবে আওয়াজ!

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইসি ওয়াসাল্লাম খুব অশান্ত ছোটাছুটি করছেন। হঠাৎ মনে পড়ে, আমার উম্মাত ক্লান্ত, পিপাসার্ত নয়তো! ছুটে যান হাউজে কাউসারে। হ্যাঁ, এইতো পিপাসার্ত উম্মাত। নিজের হাতে হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করাবেন আর বলবেন পান করো। আর কখনো তৃষ্ঞার্থ হবে না।

হঠাৎ মনে হবে মিযানের সামনে দাড়ানো উম্মাতের কথা। ছুটে যাবেন সেখানে। দেখবেন উম্মাতের বাম পাল্লা ভারি হয়ে যাচ্ছে। পেরেশান, তিনি হয়রান। অতঃপর দৌড়ে যাবেন দুরদের পিটারার সামনে। যেখানে তাঁর জন্য পড়া দুরদ উম্মাতের নামসহ একটা বক্সের মধ্যে জমা আছে। সেখান থেকে দুরদ নিয়ে ডান পাল্লায় দিতে থাকবেন যতক্ষণ না তা বাম পাল্লা থেকে ভারি হয়ে যায়।

মাক্কামে মাহমুদের পাশে উনার জন্য আসন পাতা থাকবে। বসুন আল্লাহ বলবেন। তিনি উত্তরে বলবেন, না বসবো না। জান্নাতে যান! না, যাবো না! জান্নাতের পোশাক পড়ুন! না, পড়বো না! বোরাকে উঠুন! না, উঠবো না। আমি চলে গেলে উম্মাতের কী হবে?

হায়! এমন রাসূলকে আমরা ভালোবাসার মিথ্যা দাবি করি। আক্বলি ভালোবাসা থাকলেও আমাদের রব চান তার হাবিবের প্রতি যেন এই ভালোবাসা জযবাতেও হয়, আমাদের আবেগে-মননে যেন ঠাই পান তিনি, তার ভালোবাসা, তাঁর আদর্শ

সল্লল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

উপসংহার :

আমরা সবাই তো স্বপ্ন দেখি হাউজে কাউসারে

রাসূল (ﷺ) এঁর হাতে পানি পান করার।

স্বপ্ন দেখি হাশরের মাঠে রাসুল্লল্লাহ(ﷺ)এর কাছে শাফায়াত করার আর্জি নিয়ে দাঁড়ানোর! স্বপ্ন দেখি জান্নাতে রাসুলের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম পেশ করার!

আশা নিয়ে বেঁচে থাকি জান্নাতে রাসুলের(ﷺ) সাথে

ঘুরে বেড়াবার, বসবাস করার!

নিজেই একবার চিন্তা করা উচিৎ বেচে থাকতে তার কথা কতটুকু গুরুত্ব দিয়ে শুনেছিলাম,তার সুন্নাতের কতটুকু মূল্যায়ন করছিলাম? দৈনিক কতবার তার প্রতি দুরুদ পেশ করেছিলাম?

যে কারনে তিনি সেদিন আমাদের হাউজে কাউসারের পানি পান করিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করাবেন! আমাদের জন্য শাফায়েত করবেন, আমরা তাঁর সাথে জান্নাতে থাকার যোগ্যতা অর্জন করব!

ওয়াল্লহি, আমাদের আর উম্মাহর সোনালি প্রজন্ম তথা সাহাবায় কিরামদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে তাঁরা সুন্নাহকে পালন করতেন কারন এটা সুন্নাহ। আর আজ আমরা সুন্নাহকে ছেড়ে দেই শুধু এ কারনে যে এটা জাস্ট সুন্নাহ। সুন্নাহ মানে আমাদের কাছে অতিরিক্ত, অপশনাল।

মুখে বলা সহজ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালোবাসি।

কিন্তু খুব অল্প লোকেই পারে রাসুলের আদর্শে জীবন গড়তে,সুন্নাতের উপর অটল, অবিচল থাকতে।

"Anyone can SAY they love Muhammad ﷺ,but few can LIVE their life to fulfill that love."

সালাত ও সালাম বা দুরূদ শরীফের সৌন্দর্য ও তাৎপর্যের মধ্যে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এতে একইসঙ্গে আল্লাহর ইবাদত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হক আদায়, উভয়ের প্রতি ভালবাসায় দৃঢ়তা, ইত্তেবায়ে সুন্নতের তাওফীক, আল্লাহ ও রাসূলের শোকরগোযারি, উভয়ের সন্তুষ্টি অর্জন, হাশরের ময়দানে নবীয়ে করীমের সুপারিশ লাভ ও নিজের মর্তবা বৃদ্ধি- সবকিছুই নিহিত রয়েছে।

দুঃখের বিষয়, সালাত ও সালামের এতসব ফায়েদা এবং শরীয়তে এর প্রতি এই পরিমাণ তাকিদ থাকা সত্ত্বেও আমরা এক্ষেত্রে চরম শিথিলতা করছি। একে আমরা কেবল একটি রসমি আমল ও প্রথাসর্বস্ব ব্যাপার বানিয়ে ফেলেছি এবং আনুষ্ঠানিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত করেছি। অথচ এটি একটি স্বতন্ত্র ইবাদত, দিন-রাত ও সকাল-সন্ধ্যায় পালনীয় সকল যিকির-আযকারের মধ্যে যা হওয়া উচিত শীর্ষস্থানে।

অনুভূতিগুলো এত বেশি প্রগাঢ় হোক, যাতে কোনো শব্দ না পাওয়া যায়, যাতে সেই অনুভূতির ভাষা কান্না ছাড়া কিছুই না হয়! অনুভূতি ততোটাই তীব্র হোক, যতোটা তীব্র হলে কাঁদতে কাঁদতে জীবন ফুরিয়ে যাবে, তবুও তাকে ভালোবেসে কান্নার সাধ মিটবেনা না..

এমন মধুর কান্না, এক বিশাল গণিমত..

ভালোবাসার কান্না!

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।